কুলিয়ার পাট

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ প্রণীত

কুলিয়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

মূল্য—৵০ চারি আনা

কুলিয়ার পাটের পথের পরিচয়

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেসন। ঐ ষ্টেসন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ৩ মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ "কুলিয়ার পাট" অবস্থিত। প্রতি বৎসর মার্গশীর্ষ কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে বার্ষিক মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময় বহু সহস্র দর্শক ও ভক্তের সমাগম হয়। কুলিরার পাট এতদঞ্চলের একটি বৈষ্ণব তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রিণ্টার—
শ্রী অমৃতলাল দত্ত
"অমৃতপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

১। "কুলিয়ার পাটে" শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দবিগ্রহযুগল প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেবাইত হুগলী—বলাগরনিবাসী প্রভুপাদ পূর্ণানন্দ গোস্বামিমহোদয় উক্ত বিগ্রহ যুগলের সেবাদি পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। মধ্যে সেবাদির বিশৃঙ্খলা হওয়ায় তাহার প্রতিকার জন্য স্থানীয় লোকের উদ্যোগে বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই কুলিয়ার পাটে শুভাগমন করায় এক পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়। তৎপরে কাশিম-বাজারের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার পেন্‌সন প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিজ্ঞ রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহোদয়ের ভবনে পুনর্ব্বার জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় উক্ত বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ভক্ত মহোদয়গণ যোগদান করিয়া, সভাস্থলে সকলেই সেবা-বিশৃঙ্খলা যাহাতে অচিরে অপনোদিত হয়, সেবাইত গোস্বামিমহোদয়কে তজ্জন্য বিশেষভাবে বলেন। অতঃপর ক্রমশঃ সুনিয়মে শ্রীপাটের উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই সমস্ত বিষয় যথাসময়ে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত শ্রীপত্রিকায় "কুলিয়া বা দেবানন্দ পাটের" মাহাত্ম্য নামে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম উহাই এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমানে সেবাইত গোস্বামি মহোদয় গোলোকে গমন করায়, তদীয় পুত্র সেবাদি পরিচালনা করিতে অক্ষম হওয়ায় সন ১৩২৯

বঙ্গাব্দে রেজিষ্টারীকৃত দানপত্র দ্বারা অন্য সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছেন।

২। বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়, এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখিয়া এ অধমের প্রতি যেরূপ অসীম স্নেহ ও কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমি তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ রহিলাম,—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন।

৩। এই গ্রন্থ মধ্যে যে কয়েকটী প্রার্থনা-সঙ্গীত লিখিয়াছি, উহা আমার জীবনের মর্ম্মান্তিক ঘটনাবলী। শ্রীভগবান্ ব্যথাহারীর নিকট কেবল মনের ব্যথা নিবেদন করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ এই অধমের প্রতি করুণা রাখিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

৪। কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী, "শান্তা" "ঘরের দাবী" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইল। এজন্য তিনি আমার চিরস্মরণীয় রহিলেন।

কুলিয়া
১৩৩৫ বঙ্গাব্দ—আশ্বিন।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু প্রার্থী
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

ভূমিকা

এই গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমান্ পঞ্চানন ঘোষ বাবাজীবন "শ্রীকুলিয়া পাট" সম্বন্ধে বহু শ্রম, বহু আলোচনা ও ইহার উন্নতিকল্পে বহুল প্রযত্ন করিতেছেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ইঁহার শ্রমে, চিন্তায় ও প্রযত্নে কুলিয়া পাটের বহুপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। অধুনা ইনি বর্ত্তমান কুলিয়া পাট সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া উক্ত তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ উপকার করিলেন। কুলিয়া গ্রাম সম্বন্ধে যদিও ভিন্ন প্রকার মত আছে, কিন্তু বহুবৎসরাবধি বহু ভক্ত এই কুলিয়ায় গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে নানাবিধ ভক্তিকার্য্য দ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন, এবং প্রগাঢ় বিশ্বাসে ভক্তিফল লাভ করেন। সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিয়া এই স্থানটিকে প্রকৃতপক্ষেই মহাভক্তিতীর্থের গৌরব ও বৈভবের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থকার এই তীর্থ-স্থানের উন্নতিকল্পে যে প্রকার শ্রম, চিন্তাদি করিয়াছেন, আমি নিজেও তাহার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই স্থানটির প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি রহিয়াছে, এই গ্রন্থখানি তাহারই সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি যে কয়েকটী গান রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও আমি প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে করি ! দয়াময় শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থকারকে নীরোগ, ভক্তিময় সুখশান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন প্রদান করুন, তাঁহার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা ।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৫—ভাদ্র ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি

বন্দনা।

(তাল একতালা—কীর্ত্তন সুর).

গৌরাঙ্গ সুন্দর, সর্ব্ব-মনোহর,
করেছ জগত আলো।
রূপের তুলনা ভুবনে মেলে না,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো॥

শ্রীপদ-কমল, শোভায় অতুল,
ভকত-ভ্রমরগণ
দরশন তরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সদা করে আকিঞ্চন।

শ্রীকর কমল, জিনি রক্তোৎপল
সদা করি প্রসারণ।
গোলোকের ধন, করিয়া যতন,
জীবে করে বিতরণ॥

শ্রীমুখ-কমলে, হরি হরি বলে,
হরিতে জীবের দুঃখ,
সন্ন্যাস লইয়া, রাখি প্রাণপ্রিয়া,
ত্যজিলে সকল সুখ॥

নয়ন কমল, ফুল্ল শতদল,
তৃষিত চাতক পারা।
কাহার ভাবেতে, হইয়া ভাবিত,
নিয়ত বহিছে ধারা॥

প্রেমের মূরতি, প্রেমেতে গঠিত,
প্রেমেতে বিভোর গোরা।
ব্রজেন্দ্র নন্দন, সে কালবরণ,
ব্রজেরি নবনী চোরা॥

যমুনা-পুলিনে, বিজন বিপিনে,
করেছিলে কত লীলা।
এবে নদীয়া নগরে, সুরধুনী-তীরে,
নামেতে গলালে শীলা॥

জগাই মাধাই, ছিল দুটি ভাই,
পাষাণে গঠিত হিয়া।
করুণা করিয়া তাঁদের তারিলে,
হরিনামে মাতাইয়া॥

চাপাল গোপাল ছিল অপরাধী,
নদীয়া ভিতরে বাস,
“নীলাচল” হতে, “কুলিয়া” আসিয়া,
পুরালে তাঁহার আশ॥

দেবানন্দ ভক্ত হইল বিমুক্ত,
দরশন-দানে তব।
ভক্তগণ মিলি হয়ে কুতূহলী,
করে মহা মহোৎসব ॥

গোলোকের নিধি যিনি নিরবধি
হেরিছে হৃদয় মাঝে,
তাঁহার ভজন কিবা প্রয়োজন,
অনায়াসে যাবে ব্রজে ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কহে পঞ্চানন
চরণ পাইব কিসে।
বৈষ্ণব-চরণ- ধূলির পরশে
তরে যাবো ভব-পাশে ॥

শুন নিবেদন নদীয়া-জীবন,
আমার মরম-কথা—
কত দিন ভবে, আমাকে রাখিবে,
বড় পাই মনে ব্যথা।

ব্যথাহারী হরি না ঘুচালে ব্যথা,
জলহীন মীন যথা,
ছটফট করি পরাণে মরিব,
কেবা আছে বলো কোথা ॥

জানিয়া শুনিয়া, না করিলে দয়া,
ভাঙ্গিব চরণে মাথা।
সংসার ভিতরে, জীবনের সাধ,
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা॥

এবার তোমার ভক্ত অবতার,
নিত্যানন্দ বলরাম।
গোলোকের ধন, অমূল্য-রতন,
জীবে দিলে হরিনাম॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়তিঃ

কুলিয়ার পাট।

নদীয়ার অন্তর্গত চাকদহের অধীন কুলিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে যমুনাতীরস্থ নির্জ্জন অরণ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া, জীবন্মুক্ত দেবানন্দ ঠাকুর তথায় তপস্যা করেন। তপঃ-প্রভাবে তিনি জানিতে পারেন যে, নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে গোলোক-পতি পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া কলি-কলুষিত সর্ব্বজীবে প্রেম-ভক্তি বিস্তার করিবেন। সেই হেতু উক্ত ঠাকুর মহোদয় শ্রীভগবানের আবির্ভাবার্থে একান্তচিত্তে ভগবদারাধনায় রত থাকেন।

যথাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকাশিত হইয়া বাল্য ও বিদ্যালীলার পর শ্রীবাস পণ্ডিত ভবনে ভক্তবৃন্দ ও পারিষদগণ লইয়া, নিত্য রজনীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। হরিনাম বিদ্বেষী দুষ্ট ব্যক্তিগণ হরিনাম সংকীর্ত্তনের সময় গোলযোগ করিবে ভাবিয়া বাহিরের দ্বার আবদ্ধ রাখিতেন। হরিনাম বিদ্বেষী চপল প্রকৃতি গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়া, দ্বার আবদ্ধ থাকা হেতু বাটীর মধ্যে

প্রবেশ করিতে না পারায় বহির্দ্বারের সম্মুখে জল ও গোময় লেপিত স্থানে কদলী পত্রের উপর জবা-পুষ্প রক্তচন্দন, সিন্দূর, হরিদ্রা, আতপ তণ্ডুল এবং তৎ-পার্শ্বে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া যান। প্রভাতে দ্বার উন্মুক্ত হইলে শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গে মহাপ্রভু ঐ সমস্ত দ্রব্য দেখিতে পান। এই অপরাধে চাপাল গোপালের তিন দিন পরেই কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। পরে যথাকালে মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে কুলিয়া আগমনে এই চাপালগোপালের অপরাধ ভঞ্জন হয়। মার্গশীর্ষ কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে "দেবানন্দ পাট" প্রতিষ্ঠিত ও মহোৎসবের সৃষ্টি হয়। চাপালগোপালের অপরাধ ভঞ্জন হেতু উক্ত শ্রীপাট "অপরাধ-ভঞ্জন-পাট" নামেও অভিহিত হয়। ইহা অন্যূন চারিশত বৎসরের কথা। স্থান ও গ্রামের নাম কুলিয়া হেতু সাধারণে "কুলিয়ার পাট" বলিয়া থাকেন। লোক পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিক্রমে কলিকাতার বদান্যপ্রবর ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা গৌরচরণ মল্লিক মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীমন্দিরাদি প্রস্তুত করাইয়া দেন। তৎপরে কলিকাতা চাঁপাতলা (মলঙ্গা) নিবাসী কানাইলাল ধর কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শরণাগত হওয়ায় মহাপ্রভুর কৃপাদেশ ক্রমে রোগমুক্ত ও আশাপূর্ণ হইলে, স্ব ইচ্ছায় শ্রীমন্দিরের উন্নতি সাধন, নাটমন্দির

দোলমন্দির, দেবানন্দ ঠাকুরের ও চাগালগোপালের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন ও প্রভুর সেবার্থে বিবিধ ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করাইয়া দেন।

কুলিয়া বা দেবানন্দ পাটের মাহাত্ম্য—

অপরাধ ভঞ্জন বিবরণ।

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ার সাগর।
যাঁহার লীলায় ধন্য এই চরাচর ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় শ্রীগোবিন্দ।
যাঁহার প্রসাদে মুক্ত হন দেবানন্দ ॥
জয় জয় দেবানন্দ পণ্ডিত সুজন।
যাঁর জন্য কুলিয়ায় গৌর আগমন ॥
জয় জয় শ্রীগোপাল ব্রাহ্মণ সন্তান।
অপরাধ ভঞ্জন পাঠ যাহ'তে সৃজন ॥
জয় জয় শ্রীবাসের নামের মহিমা।
কলিযুগে এ নামের না হয় উপমা ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি গৌর ভক্তগণ।
যাঁর জন্য শ্রীহরির মর্ত্তে আগমন ॥

জয় জয় নবদ্বীপ মিশ্র জগন্নাথ ।
যাঁহার পুণ্যেতে প্রাপ্তি গোলোকের নাথ ॥
জয় জয় শচীদেবী ব্রাহ্মণ রমণী ।
অনন্ত পুণ্যেতে যিনি গৌরাঙ্গজননী ॥
জয় জয় কুলিয়ার পাটবাসিগণ ।
অশেষ পুণ্যেতে পায় গৌরাঙ্গচরণ ॥
সকলের পাদপদ্মে প্রণিপাত করি ।
অন্তে যেন লাভ হয় গোলোকবিহারী ॥

---

(১)

দেবানন্দের সাধনা ।

দেবানন্দ নামে ভক্ত পণ্ডিত সুজন ।
বিষয় বিরাগী অতি ব্রতপরায়ণ ॥
সন্ন্যাসীর ন্যায় ধর্ম্ম করিয়া পালন ।
ভজন সাধন করে মুক্তির কারণ ॥
নদীয়ার অন্তঃপাতি কুলিয়া নগর ।
সাধনায় রত তথা পণ্ডিত প্রবর ॥
মনোরম স্থান অতি যমুনার তট ।
নির্জ্জন কানন তায় ত্রিবেণী নিকট ॥
আরাধনে চিত্ত রত মুক্তির বাসনে ।
সাধনায় মুক্তি লাভ হয় অবশেষে ॥

সাধন প্রভাবে ভক্ত জানিল অন্তরে।
কালে বিষ্ণু অবতীর্ণ নদীয়া নগরে॥
কলি-কলুষিত নর উদ্ধার করিতে।
অনর্পিত প্রেম ভক্তি সর্ব্বজীবে দিতে॥
আবির্ভাব হইবেন গোলোকের হরি।
প্রচার হইবে লীলা পাষণ্ড উদ্ধারি॥
কলিতে প্রচার হরিনাম সংকীর্ত্তন।
নামেতে হইবে গতি বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কালবশে অবশেষে জগত মাতিবে।
অসংখ্যক মহাপাপী নামেতে তরিবে॥

(২

শ্রীভগবানের আবির্ভাব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আত্মপ্রকাশ ও শ্রীবাসের প্রতি অত্যাচার হেতু চাপাল-গোপালের কুষ্ঠ-রোগোৎপত্তি।

নবদ্বীপ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন।
শচী গর্ভে প্রকাশিল অধম তারণ॥
বাল্য আর বিদ্যালীলা সমাপন করি।
কীর্ত্তনে উন্মত্ত সদা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

গোপাল নামেতে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
নবদ্বীপবাসী কিন্তু অতি দুরাচার ॥
'চপল' প্রকৃতি তাঁর নিষ্ঠুর হৃদয়।
চাপালগোপাল নামে সর্ব্বলোকে কয় ॥
হিংসা তাঁর হরি নামে না জানে স্বরূপ।
চাপালগোপাল তাই নামেতে বিরূপ ॥
গোলোকবিহারী হরি ভূলোকে গৌরাঙ্গ।
নিরন্তর দ্বেষ তাঁহে করে নানা ব্যঙ্গ ॥
কোটি জন্ম পাপ করি পাইতে নিস্তার।
এমন দুর্ল্ভ নামে ভক্তি নাহি যাঁর ॥
কেমনে তরিবে বল এ ভব সাগর।
তমোগুণে জড়ীভূত মায়ায় বিভোর ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি প্রিয় ভক্তগণ।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
প্রতিদিন রজনীতে শ্রীবাস আলয়।
সংকীর্ত্তনে প্রেমাবেশে আনন্দে কাটায় ॥
দুর্বৃত্ত পাষণ্ডে গোল করিবে ভাবিয়া।
বাহিরের দ্বার রাখে আবদ্ধ করিয়া ॥
প্রত্যহ গোপাল আদি উপহাস তরে।
রজনীতে উপস্থিত শ্রীবাস মন্দিরে ॥
কোনরূপে নাহি পারে করিতে প্রবেশ।
ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় গোপাল বিদ্বেষ ॥

কুলিয়ার পাট

অত্যাচার করিবারে না পায় সুযোগ।
দুর্বৃত্ত পাষণ্ড করে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ॥
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য গোপাল অন্তরে।
শ্রীবাসকে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
গোময় লেপিত করি দ্বারের বাহিরে।
পাতিয়া কদলী পত্র রাখিল উপরে॥
হরিদ্রা, সিন্দূর আর রকত চন্দন।
জবাপুষ্প সতণ্ডুল করিয়া যোজন॥
তদপার্শ্বে মদ্যভাণ্ড রাখিল যতনে।
ভবানী পূজার দ্রব্য শ্রীবাস ভবনে॥
প্রভাতে গৌরাঙ্গ আদি শ্রীবাস পণ্ডিত।
বাহিরে যাইতে করে দ্বার উদ্‌ঘাটিত॥
শ্রীবাস দেখিয়া দ্রব্য হাসিল অন্তরে।
ভবানী পূজার দ্রব্য শ্রীবাস-মন্দিরে॥
প্রমাণ তাহার এই সামগ্রী নিচয়।
নামের মাহাত্ম্য প্রভু রেখো দয়াময়॥
কেনহে গোপাল তব এরূপ অন্তর।
ঈর্ষ্যাবশে চিনিলেনা ভব কর্ণধার॥
এই অপরাধ হেতু তিন দিন পরে।
কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিল গোপাল শরীরে॥

(৩)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট চাপাল-গোপালের আরোগ্য প্রার্থনা।

গোপালের কুষ্ঠব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর।
ক্রমশঃ মলিন বর্ণ ক্ষত কলেবর॥
দেখিতে দেখিতে তাহা গলিত হইল।
বিকৃত দেহেতে কীট ক্রমে দেখা দিল॥
কাতর হইল দ্বিজ রোগের জ্বালায়।
দুর্গন্ধে কেহ তাঁর নিকটে না যায়॥
অবিরত রক্তধারা কীটের দংশনে।
অসহ্য যন্ত্রণা হেতু ভাবে মনে মনে॥
প্রতিদিন গৌরচন্দ্র যান গঙ্গাস্নান।
গোপাল দর্শন তরে করিল মনন॥
পবিত্র গঙ্গার ঘাটে এক বৃক্ষ তলে।
গোপাল আশ্রয় করি রহিল বিরলে॥
নিদ্রাযোগে নবভাব উদিত অন্তরে।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ তুচ্ছ করি তাঁরে॥
সেই অপরাধে পাই সমুচিত ফল।
[illegible] ভগবান গৌরাঙ্গ কোমল॥
তিনি বিনা শান্তি নাই ব্যাধি মুক্ত হতে।
যদি আমি তাঁর দেখা পাই কোন মতে॥

ধরিব চরণ তাঁর না ছাড়িব আর।
কষ্টকর ব্যাধি হতে পাইব নিস্তার ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিন গত হয়।
গোপালে দিলেন দেখা প্রভু দয়াময় ॥
পাইয়া প্রভুর দেখা ধরিল চরণ।
তমোগুণে জড়ীভূত আছি নারায়ণ ॥
ক্ষম অপরাধ মম পতিত পাবন।
দয়া করি কর হরি ব্যাধি বিমোচন ॥
এইরূপে নানামতে করিল মিনতি।
ভক্তের বাড়াতে মান কমলার পতি ॥
গোপালের বাক্য শুনি কহেন গৌরাঙ্গ।
ভক্তদ্বেষী দুরাচার করিয়াছ ব্যঙ্গ ॥
শ্রীবাস পরম ভক্ত করে সংকীর্ত্তন।
মিথ্যা দোষারোপ কর ভবানী পূজন ॥
সেই অপরাধে হলো কুষ্ঠব্যাধি রোগ।
কোটি জন্ম এ যাতনা করিবে হে ভোগ ॥
অবশেষে স্থান হব রৌরব নরকে।
নামের মাহাত্ম্য সবে দেখিবে ভূলোকে ॥
পাষণ্ড দলন করি ভকতি বিস্তার।
সেই হেতু হইয়াছি গৌর অবতার ॥
এত বলি গৌরচন্দ্র যান গঙ্গাস্নানে।
গোপাল চাপাল কান্দে ভাবে মনে মনে ॥

(৪)

চাপালগোপালের কাশীধাম যাত্রা।

গৌরাঙ্গ কৃপার আশা নিরাশা হইয়া।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ গোপাল ভাবিয়া ॥
কাশীধামে বিশ্বেশ্বরে হত্যার কারণ।
রোগমুক্ত হইবারে করিল মনন ॥
হত্যা দিয়া রোগমুক্ত যদি নাহি হয়।
উপবাসে প্রাণ ত্যাগ করিব তথায় ॥
এরূপ সঙ্কল্প করি যায় কাশীধাম।
পদব্রজে চলিলেন নাহিক বিরাম ॥
হেলায় হারালো রত্ন পাইয়া নিকটে।
গোপালের কাশী যাত্রা শুভ লগ্ন বটে ॥

(৫)

গোপালের প্রতি বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নাদেশ

যথাকালে কাশীধামে হয়ে উপনীত।
হত্যা দিয়া পড়ে থাকে গোপাল দুঃখিত ॥
গোপালের ভাগ্য শীঘ্র প্রসন্ন হইল।
বিশ্বেশ্বর কৃপা করি স্বপ্নাদেশ দিল ॥
নীলাচলে আছে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কিছুদিন পরে তিনি যাবেন কুলিয়া ॥

দেবানন্দের করিতে বাসনা পূরণ।
কুলেতে উদয় হবে পতিতপাবন ॥
আগমন কাল তাঁর প্রতীক্ষা করিবে।
উপস্থিত মতে তাঁর শরণ লইবে ॥
তাঁহার কৃপায় হবে ব্যাধির মোচন।
পূর্ব্বকৃত অপরাধ হইবে ভঞ্জন ॥
এইরূপ স্বপ্নাদেশ গোপাল পাইয়া।
অবিলম্বে শুভ যাত্রা করিল কুলিয়া ॥
উপনীত হয়ে তথা দেবানন্দ সনে।
স্বপ্নকথা প্রকাশিল আনন্দিত মনে ॥

---

(৬)

নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন, চাপালগোপালের অপরাধ ভঞ্জন ও দেবানন্দের প্রতি মুক্তিদান।

মহাপ্রভু দেবানন্দে দিতে দরশন।
নীলাচল হতে তাঁর কুলে আগমন ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি পারিষদগণ।
প্রভুসঙ্গে প্রেমানন্দে করে সংকীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণপক্ষ একাদশী মার্গশীর্ষ মাস।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ কুলিয়া প্রকাশ ॥

অলৌকিক রূপভাব করিয়া দর্শন।
কুলিয়া নিবাসী যত বিমোহিত জন॥
মিলিত হইয়া করে আনন্দ উৎসব।
চতুর্দ্দিকে শব্দ মাত্র হরি হরি রব॥
গোপাল গৌরাঙ্গ হেরি হরিষ অন্তর।
দুর্ব্বল দেহেতে বল হইল সঞ্চার॥
দ্রুতপদে গৌরাঙ্গের সন্নিকটে গিয়া।
পদতলে রহিলেক পতিত হইয়া॥
ক্ষণপরে স্তুতি করে করি যোড়কর।
কৃপাময় কৃপাকর অধীন উপর॥
কাতর শরণ প্রভু হে দীন তারণ।
মহা অপরাধী বলে পাবনা চরণ॥
অশেষ দুঃখেতে যায় আমার জীবন।
দয়া করি কর হরি ব্যাধি বিমোচন॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে আসিয়া সংসারে।
লভিয়া মানব দেহ মত্ত অহঙ্কারে॥
পুত্র আদি পরিজনে হইল আসক্তি।
তত্ত্বজ্ঞান নাহি হলো পাইবারে মুক্তি॥
তুমি ভিন্ন গতি নাই জগতে আমার।
স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন পিতা বিশ্বেশ্বর॥
শরণ লইয়া ডাকি কাতরে তোমায়।
আশ্রয় প্রদানে কর পবিত্র আমায়॥

আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
নিজগুণে ত্রাণ কর অধম তারণ॥
অনিত্য সংসারে সত্য নিত্য নিরঞ্জন
পতিতের পতি তুমি পতিত পাবন॥
গোপালের প্রতি তবে হইয়া সদয়।
প্রকাশ করিল দয়া প্রভু দয়াময়॥
গোপালের অপরাধ হইল ভঞ্জন।
ভক্তের কারণে এই পাষণ্ড দলন॥
গৌরাঙ্গ করিয়া দয়া কহিল গোপালে।
শ্রীবাসের সংকীর্ত্তনে অপরাধী হলে॥
তাঁহার নিকট ক্ষমা করহ প্রার্থনা।
ঘুচিবে অশেষ দুঃখ পূরিবে কামনা॥
রোগমুক্ত হয়ে সুখী হইবে নিশ্চয়।
কভু হেন অপরাধ আর নাহি হয়॥
শ্রীবাস নিকটে তবে গোপাল যাইয়া।
নানা মতে স্তুতি করে বিনয় করিয়া॥
তবস্থানে করিয়াছি আমি অপরাধ।
মুক্ত কর ব্যাধি হতে করিয়া প্রসাদ॥
শিক্ষালাভ হইয়াছে যথেষ্ট আমার।
দয়া করি এইবার করহ নিস্তার॥
মহাপ্রভু কৃপাদৃষ্টি করেছে আমায়।
তবকৃপা হলে মম,

গোপালের বাক্য শুনি পণ্ডিত শ্রীবাস।
সদয় হইয়া দয়া করিল প্রকাশ ॥
রোগ মুক্ত হও তুমি প্রভুর কৃপায়।
হৃদয়ে যতনে চিন্ত সেই প্রেমময় ॥
প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের আধার।
বিযুক্ত হইলে হয় জগত আঁধার ॥
প্রেমে স্থির হয়ে থাকো হয়োনা নিরাশা।
প্রেমময় ভগবান সকল ভরসা ॥
প্রেমেতে থাকিলে হয় সত্য প্রতি মন।
প্রেম বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম সব অকারণ ॥
গোপাল গৌরাঙ্গ রূপ হৃদে চিন্তা করে।
প্রেমময় অধিষ্ঠিত গোপাল অন্তরে ॥
প্রেমাবেশে ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।
গৌরাঙ্গের পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখায় ॥
অবিরল অশ্রু জল প্রেমেতে বিহ্বল।
সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত সুগন্ধ কমল ॥
রজঃস্পর্শে হলে তাঁর দিব্য কলেবর।
অপরূপ রূপ যেন পূর্ণ শশধর ॥
গোপালের "অপরাধ ভঞ্জন" হইল।
সেই হেতু এই নাম জগতে রহিল ॥
তারপর দেবানন্দে দিয়া দরশন।
বাসনা করিল পূর্ণ শচীর নন্দন ॥

(৭)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব-দর্শনে দেবানন্দের স্তব

শুদ্ধমতি দেবানন্দ অবনত শিরে।
প্রণাম করিল সেই সর্ব্বমূলাধারে ॥
বলে—জানিলাম তুমি নিত্য-নিরঞ্জন।
পরম পুরুষ কর সৃজন-পালন ॥
জ্ঞান, বুদ্ধি অগোচর তুমি সর্ব্বময়।
ইচ্ছাতে তোমার কার্য্য সৃষ্টিস্থিতি লয় ॥
নির্ব্বিকার, নিরাকার তুমি নিরাধার।
নির্গুণ নির্লিপ্ত তুমি জগত আধার ॥
দেবারাধ্য দেব তুমি সবার প্রধান।
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আদি গুণের নিদান ॥
অনাদি অনন্ত তুমি প্রেম নিকেতন।
অগতির গতি তুমি অনাথ শরণ ॥
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প নিরীহ সুন্দর।
পরাৎপর পরমেশ প্রকৃতির পর ॥
সৃজন-পালন-নাশ সকলি তোমার।
মায়াতীত মায়াময় জ্ঞানগতি পার ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি বৈশ্বানর।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ॥

পুরুষ প্রকৃতি তুমি দেবতা-নিচয় ।
সঙ্কল্পে বিকল্পে তব সৃষ্টি নাশ হয় ॥
তুমি গ্রহ তুমি তারা তুমি দিবা-নিশি ।
তুমি সন্ধ্যা তুমি উষা তুমি পৌর্ণমাসী ॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি ইচ্ছায় তোমার ।
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার ॥
আবির্ভাব তিরোভাব লীলার কারণ ।
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও নারায়ণ ॥
নাহি মম বোধশক্তি অধম অকৃতি ।
নিজগুণে ত্রাণ কর আমি মূঢ়মতি ॥
দেবানন্দের মুক্তিলাভ ফল সাধনার ।
ক্রমে ক্রমে হয় এই মাহাত্ম্য প্রচার ॥
ভক্তিভাবে যেই করে গৌরাঙ্গ ভজন ।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
মহাপুণ্য তিথি যোগে হয় তিরোভাব ।
বিষ্ণুভক্ত জনে করে মহা মহোৎসব ॥
"দেবানন্দ" পাট নামে আখ্যাত হইল ।
ভক্তবৃন্দে মহানন্দে হরি হরি বল ॥
মার্জ্জনা করিবে প্রভু শত শত দোষ ।
সংক্ষেপে রচিল ইহা পঞ্চানন ঘোষ ॥

(সমাপ্ত)

শ্রীভগবানের যুগলীলা।

(১)

সত্যেতে নৃসিংহ রূপ করিয়া ধারণ।
হিরণ্যকশিপুরাজে করিলে নাশন॥
কৃষ্ণভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদের তরে।
প্রকাশ হইলে হরি স্তম্ভের ভিতরে॥

(২)

ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় দশরথ ঘরে।
রামরূপে প্রকাশিলে কৌশল্যা উদরে॥
মহাপাপে পরিপূর্ণ ধরণীর ভার।
লাঘব করিলে করি রাবণ-সংহার॥

(৩)

দ্বাপরে মথুরাপুরে বসুদেব ঘরে।
কৃষ্ণরূপে প্রকাশিলে দৈবকী-জঠরে॥
কংসরাজ শিশুপাল বিনাশন করি।
শান্তিপূর্ণ বসুন্ধরা করিলে শ্রীহরি॥

(৪)

কলিতে গৌরাঙ্গরূপে শচীর নন্দন।
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী কৌপীন বসন॥
জীব উদ্ধারিতে তব এই অবতার।
অনর্পিত প্রেমভক্তি করিলে প্রচার॥

প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-যুগল

(১)

রাধাকৃষ্ণ একাধারে গৌরাঙ্গ রূপেতে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ পাতকী তরাতে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ যুগল মূরতি।
দর্শনে জীবের ক্ষয় সকল দুর্গতি॥
মনের আনন্দে সবে দেবানন্দ পাটে।
আসিয়া প্রার্থনা করে কৃতাঞ্জলিপুটে॥
ক্ষম মম অপরাধ শ্রীগৌর-নিতাই।
তোমা বিনা পাপীজনে তারিবারে নাই॥
শক্তিমান শক্তি দাও করি উপাসনা।
বিষয় বৈভব ছাড়ি সংসার বাসনা॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ সব পরিহরি।
নিতান্ত একান্তে মন ভজ গৌরহরি॥
যাঁহার মনেতে হয় বাসনা যেমন।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু করেন পূরণ॥
সন্ধ্যাকালে সিন্ধু-কূলে ভেবোনাক আর।
কূলে এসে হৃষীকেশে ডাকো অনিবার॥
ভবের বন্ধন হতে পাবে পরিত্রাণ।
অসময়ে রসময় পদে দিবে স্থান॥

শ্রীপাটকুলিয়া হয় পূর্ণানন্দ ধাম।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ করে ভক্ত-মনস্কাম ॥
পুণ্যভূমি শ্রীপাটের মহিমা অনন্ত।
লেখনীতে লিখে তাহা নাহি হয় অন্ত ॥
পঞ্চানন পঞ্চভূতে মিশিবে যখন।
নিজগুণে গৌরহরি দিও দরশন ॥

(২)

পুণ্যতিথি একাদশী শ্রীহরি-বাসরে।
প্রেমের-প্রবাহ-বহে কুলিয়া নগরে ॥
রামদাস বাবাজীর মধুর কীর্ত্তন।
শত শত নরনারী করিয়া শ্রবণ ॥
কান্দিয়া আকুল সবে প্রেমের সঞ্চারে।
সংসারের শোক-তাপ সব দূর করে ॥
বাবাজীর প্রেম-ভাব দেখিলে নয়নে।
নয়নের বারি কভু থাকে না নয়নে ॥
এইরূপ স্থানে স্থানে বহু সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন-তরঙ্গ বহে এই কুলিয়ায় ॥
রোগী-ভোগী-যোগী আদি মোহান্ত-সন্ন্যাসী।
প্রফুল্লিত সবে হয় হেরে গৌরশশী ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ জীবের লাগিয়া।
সদা করে আশীর্ব্বাদ কর প্রসারিয়া ॥

এমন কারুণ্যপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তি-যুগল।
পঞ্চানন বুঝিলনা পারের সম্বল ॥

(৩)

গৌড়-বৈষ্ণবের হেথা মহা-সম্মিলন।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন করে ভক্তগণ ॥
কত করতাল আর কত বাজে খোল।
শত শত ভক্ত মিলে দেয় হরিবোল ॥
কি অমৃত রসধারা হয় বরিষণ।
সেই জানে যে করেছে দর্শন-শ্রবণ ॥
কেহ নাচে কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায়।
কেহ প্রেম-ভাবে কারো ধরিতেছে পায় ॥
কেহ কাঁদে কেহ ভাবে হয়ে অচেতন।
কীর্ত্তন মধুর রস করে আস্বাদন ॥
কীর্ত্তন শ্রবণে সব পাপ তাপ হরে।
অতুল আনন্দ শান্তি বিরাজে অন্তরে ॥
অতএব ভক্তবৃন্দ নিষ্ঠা করি মন।
গৌরাঙ্গ-দর্শনে কর সার্থক জীবন ॥
শত শত অপরাধ হইলে অর্জ্জন।
"দেবানন্দ" পাটে তাহা হইবে ভঞ্জন ॥
পরিশেষে পঞ্চানন করে নিবেদন।
অন্তে যেন লাভ হয় গৌরাঙ্গ-চরণ ॥

প্রার্থনা-সঙ্গীত।

(১)

রাধাকৃষ্ণ পাদমূলে,
মন আমার কররে বাসা।
তোর ত্রিতাপ-জ্বালা ঘুচে যাবে,
পূর্ণ হবে সকল আশা।
গুরুতত্ত্ব চিন্তরে মন,
ত্যজ্য করে অসার আশা,
দারা-পুত্র জ্ঞাতি-গোত্র
তারাই রে তোর কর্ম্মনাশা।
এসে অনিত্য-সংসারে
নিত্য বস্তু চিন্‌লি নারে,
যখন রবি-সুতে বাঁধবে করে,
তখন হবে কি দুর্দ্দশা।
পঞ্চাননের এই মিনতি,
যেন গুরুপদে থাকে মতি,
গুরু ভিন্ন নাহি গতি,
ঘুচাতে এ ভব-আশা।

(২)

আমার হৃদয় মাঝে, যুগল রূপে
উদয় হওহে বংশীধারী।
আমি মনের সাধে পূজিব পদে,
দিয়ে ভক্তি-রূপ গঙ্গাবারি।।

সংসার অনল মাঝে
সদা আমি পুড়ে মরি,
ওহে কৃপাসিন্ধু দীন-বন্ধু,
দাওহে আমায় শান্তি-বারি ॥
আমার মনের সাধ মনে রৈল,
পূরণ হলোনা হরি,
এই ভাবে থাকবো ভবে,
কতদিন আর ভেবে মরি ॥
আমি হরি-পদ করেছি সার,
গুরুপদ আশ্রয় করি,
আর দিওনা কষ্ট ওহে শ্রীকৃষ্ণ
অদৃষ্ট আমার বলিহারী ॥
পঞ্চাননের নিদান কালে,
যখন এসে ধরবে কালে,
তখন দেখা দিও হৃদ্ কমলে,
যেন রাধাকৃষ্ণ বলে মরি ॥

(৩)

রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপ,
ধ্যান কর মন দিবানিশি ;
তুমি পুণ্য-চন্দ্র দেখ্‌বে সদা
ঘুচ্‌বে পাপ-অমা-নিশি ।
মন আছ ভ্রম-অন্ধকারে,
একবার গুরুপদ স্মরণ করে,
তুমি জ্ঞান চক্ষে হের তাঁরে ;
সে ধন হৃদ্‌কমলে আছে বসি ।

কুলিয়ার পাট

মন ! পূর্ব্বকালে কোথা ছিলে,
কি জন্য এ ভবে এলে,
সাধন বিনে হারাইলে,
সেই অকলঙ্ক কাল শশী ।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,
কত যোনি ঘুরে এলি,
পরমাত্মা না ভাবিলি ;
সংসার সুখেতে ভাসি ।
পঞ্চাননের এই বাসনা
ধ্বংস করি কুবাসনা
কর নিত্যধন উপাসনা,
ভবে যেন আর না আসি ।

(৪)

মন কেন অনিত্য চিন্তা কর অনিবার,
কুচিন্তা ত্যজিয়ে কর চিন্তামণি-পদ সার ।
অকূল চিন্তায় পড়ি নাহি পাও পারাবার,
চিন্তামণি বিনা কেবা চিন্তার্ণবে করে পার ।
অধঃশিরা ঊর্দ্ধপদে কি চিন্তা ভাবিতে হৃদে,
এখন পড়ে মায়ানদে ভুলে গেছ সারাৎসার ।
সাধনহীন পঞ্চাননে চিন্তামণির চরণ বিনে,
মুক্তি নাই যাবার দিনে কে লবে সে দিনের ভার ।

(৫)

মন আমার নিয়ত জপ, রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম,
নামে পাবে শান্তি, যাবে ভ্রান্তি, অন্তে পাবি মোক্ষধাম।
সেই নিগু'ণ নির্ব্বিকারে, ভজ মন নির্ব্বিকারে,
দূর হবে এ সংসারে, দারা-সুত বিষয় কাম।
ভূভার হরণ জন্য, দ্বাপরেতে অবতীর্ণ,
পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন, রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম।
মন তুমি শোনরে কথা, বেদাদি পুরাণে গাঁথা
পঞ্চাননের পরিত্রাতা, বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম।
কলিযুগে নাই কো গতি, বিনা সেই নামে রতি,
কর তায় দৃঢ় ভক্তি, সফল কর মানব জনম।

(৬)

বালক পুত্রদ্বয় বিয়োগে।

(১৩:৩—মাঘ)

এই বিপদ সময় কোথা দয়াময়,
একবার দেখা দাও শ্রীরাধা-রমণ
লুণ্ঠিত ভূতলে ভাসি নয়ন-জলে,
অকালে যুগল হয়েছে নিধন।
জগতের মণি, তুমি নীলমণি,
কে হরিয়ে নিল মম যুগল মণি ;

কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলো নয়ন মণি
শোকানলে দগ্ধ হতেছে জীবন।
অন্তরেতে ব্যথা যা পেয়েছি হরি,
অন্তরে জানিছ থাকিয়ে প্রহরী,
ভূতময় দেহ যবে পরিহরি,
শান্তি হবে হলে ভূতের মিলন।
পুনঃ জননী জঠরে নাহি দিও বাস,
জন্ম করো নাশ ওহে পীতবাস।
হৃদি পদ্মাসনে সদা করি বাস।
বিপদ ঘুচাও বিপদ বারণ।
মম—শিরোপরে হলো অশনি নিপাত,
কেন না হইল এই দেহ পাত,
তাপী পঞ্চাননে করি দৃষ্টি পাত,
মুক্ত কর হতে এ ভব-বন্ধন।

(৭)

বিফলে দিন গেলো, দিনাগত হলো,
ভজনারে মন, শ্রীরাধাকান্তে।
সেই মরণ হরণ তারণ কারণ,
লহরে শরণ চরণোপান্তে ॥
যাঁর কটাক্ষেতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
হেন অভয় পদে কররে আশ্রয়,

যাঁর গুণ গায় সদা মৃত্যুঞ্জয়,
সে পদ বারেক ভুলনা ভ্রান্তে ।।
না করি সংশয় ভজরে সে পদ,
গুরু কৃপাবলে পাবে মোক্ষপদ,
না ভজে সে পদ ঘটেছে বিপদ,
শ্রীপদে স্থান হলো না অন্তে ।।
যেদিনে ছাড়িব এই ভবধাম,
সেদিন হতে লুপ্ত হবে মম নাম,
বংশেতে না রৈল দিতে পিণ্ডদান,
শমন দমনে না পেরে চিন্তে ।।
কায়-মন-প্রাণে করিয়ে মিলন,
সতত স্মরহ যুগল চরণ,
দয়াময় হরি দিবে দরশন,
পঞ্চানন-ভয় নাশিবে কৃতান্তে ।

(৮)

আশা মনে মনে যার বৃন্দাবনে,
হেরিব নয়নে যুগল মিলন ।
যত ব্রজবাসিগণে আনন্দিত মনে,
তুলসী চরণে করিছে অর্পণ ।
মর্ত্ত্য-ধামে তাঁরা অতি ভাগ্যবান,
তুচ্ছ করে

দিবানিশি তারা ভাবেতে মগন,
শ্যামরূপ হেরে জুড়ায় নয়ন।
পশু-পক্ষী-আদি তরু গুল্ম লতা,
বহু পুণ্যফলে জন্ম লয় তথা :
নাহিক তথা হিংসা কি শত্রুতা,
মহিমায় বহে যমুনা উজান ;
বামেতে হেলিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
বঙ্কিম নয়নে হেরিছে কিশোরী,
আহা! যুগল মিলন কিরূপ মাধুরী,
হেরিলে রহেনা মায়ার বন্ধন।
আশাপূর্ণ কর শ্রীরাধা-রমণ,
নাশিতে না পারে রবির নন্দন,
দয়া করে প্রভু দিও দরশন,
আশা করি বসে আছে পঞ্চানন।

(৯)

দ্বিতীয়া-স্ত্রীবিয়োগে।

(১৩১৪—মার্গশীর্ষ)

জাহ্নবীতীরে।

ওমা! পতিত পাবনী নিস্তার কারিণী,
চরণে তোমার লয়েছি শরণ,
রেখে শ্রীচরণে তার নিজগুণে,
অভাগা সন্তানে করোনা বঞ্চনা

নির্ব্বাণ করিয়ে পুত্র-শোকানল,
পুণ্যবতী সতী পুণ্যধামে গেল,
পরিত্রাণ তরে হইয়ে আকুল,
অকুল সাগরে ভাসে পঞ্চানন।
অগতির গতি তুমি মা জাহ্নবী,
দাবানলে জলে সংসার অটবী,
কি পাপে কি হলো দিবানিশি ভাবি,
পাতকী তারহ দিয়ে শ্রীচরণ।
সুখদা মোক্ষদা ওমা সুরধুনী,
অসুখেতে আছি দিবস যামিনী,
করুণা নয়নে হের মা জননী,
অন্তিমে দিওমা শান্তি-নিকেতন।
শৈশবে হয়েছি পিতৃ-মাতৃ হারা;
অকালে হরিলে নয়নেরি তারা,
এবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো ভব দারা
মৃত্যুকালে গঙ্গে! দিও দরশন।

(১০)

ওমা! এই অকিঞ্চনে করুণা নয়নে,
হের মা বারেক চৈতন্য রূপিণী,
ত্রৈলোক্য পূজিতা কখন অসিতা,
তুমি বিশ্বমাতা বিশ্ব-প্রসবিনী।
উদরে ধারণ করিছ ব্রহ্মাণ্ড,
চরণ-কমলে কাল পায় দণ্ড,
পরমা বৈষ্ণবী তুমি মা অখণ্ড,
অবিদ্যা নাশিতে নৃ-মুণ্ড মালিনী।

তব চরণ-মহিমা বেদেতে প্রচার,
কি বর্ণিতে পারি আমি দুরাচার,
সংসারী জীবেরে করিতে নিস্তার,
ভবার্ণবে মাতঃ ; তুমি নিস্তারিণী।
সদা—সংসারে আসক্তি ওমা আদ্যাশক্তি,
রিপুবশে তায় হয়েছি অশক্তি,
থাকে যেন মাগো তবপদে ভক্তি,
মায়াজাল মুক্ত কর মায়াবিনী।
বাসনা মনেতে করে পঞ্চানন,
যুগে যুগে সেবি ও রাঙ্গা চরণ,
মনের তিমির করিতে হরণ,
বিগুণ হয়োনা ত্রিগুণ ধারিণী।

(১১)

আমি আর কিছু চাইনা হরি,
আমি হই যেন ঐ চরণ ধূলির অধিকারী।
আমার অন্তিম সময় হইয়ে সদয়,
উদয় হ'য়ো হৃদি মঞ্চোপরি।
আঁখি ভরে দেখি তব-রূপ-রাশি,
অধরে বাজিবে সুমধুর বাঁশী,
আমি দেখিতে দেখিতে যেন রাঙ্গাপদে মিশি,
ভবে যেন আর আসিতে হয় না হরি।
পঞ্চানন ভাবে পঞ্চত্ব কারণ,
জীবনে হলোনা ভজন-সাধন,
শমনের ভয় দিবানিশি হয়,
সে ভয় নিবার ভবভয় হারী।

(১২)

নবম বর্ষীয় পুত্র, দেবেন্দ্র-বিয়োগে।

(১৩৩৪—মাঘ।)

হরি! আমার করেছ ভালো,
বারে বারে এইবারে
সংসারের আশা ফুরালো
আমার সাধন-ভক্তি কিছু নাই,
মনের দুঃখে তাই জানাই,
ভবে আমার বলতে কেহ নাই,
শূন্যময় দশদিক্ হলো।
শেষে আশা-দীপ হলো নির্ব্বাণ,
এখন কি করি বলো ভগবান,
হয়ে তুমি কৃপাবান
আমার হৃদ্-মন্দির কর আলো॥
হরি! যে করে তোমার আশ,
অগ্রে তার হয় সর্ব্বনাশ,
তবু যদি না ছাড়ে তব আশ,
তাঁরে দাসের দাস করে তোলো॥
ভেবে ভেবে পঞ্চানন,
তুল্যভাবে জীবন মরণ,
যদি অন্তে না পাই অভয় চরণ,
তবে মানব জনম বিফলে গেলো॥

(১৩)

মন ! এ সংসারে, আর কিবা ফল ;
এখানে মায়ার, কুহক কেবল।
দারা, পুত্র আদি সব পরিজন
একে একে আসি হইলে মিলন
সুখের সাগরে ডুবে থাকে মন,
ভাবে না সুখের পরিণাম ফল।
কালপূর্ণ হলে সবে চলি যায়,
সংসারী তখন করে হায় হায়,
ক্ষণে মুর্চ্ছা যায় পড়িয়া ধরায় ;
আকুল ক্রন্দনে বাড়ে দুঃখানল।
শ্রান্ত হয়ে ভবে ভাবে অনুক্ষণ
কোথা আছ নাথ নীরদ-বরণ
বিপদে পড়িয়া করি যে স্মরণ ;
মুছাইয়া দাও মম নেত্র-জল।
দিনেকের তরে ডাকিনি তোমায়
ভুলিয়া অসার সংসার মায়ায় ;
বল বল নাথ কি করি উপায়
নিরুপায় হেরি ভকত বৎসল।
তোমার করুণা পাইবার তরে
এখন জীবন আছে এ শরীরে,

দেখা দাও আসি হৃদয় মাঝারে,
মানসে পূজিব শ্রীপদ-যুগল।
পঞ্চাননের আশা কবে পূর্ণ হবে ;
প্রেম-বারিধারা নয়নে বহিবে ;
কবে দয়া মম সর্ব্বজীবে হবে :
নাম-জপে হবে বাসনা প্রবল।

---

(১৪)

মন রে একান্ত হয়োনা উদাসী ;
যদি হতে চাও মোক্ষ অভিলাষী।
কর্ম্ম-সূত্র এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসা
কর্ম্ম করে হেথা পূর্ণ কর আশা,
অন্তিমে কেবল শ্রীগুরু ভরসা ;
মহামন্ত্রদানে তারে জগৎবাসী,
গোলকের হরি আসিয়া ধরায়
শ্রীগোরাঙ্গ-রূপে জীবেরে তরায়,
কবে হবে মম সৌভাগ্য উদয়
হরিনামে রত ভক্ত-সঙ্গে মিশি।
পঞ্চাননের মনে অন্য আশা নাই,
নাম-সুধা পানে বাসনা সদাই ;
সাধু-সঙ্গ বিনা কিরূপে তা পাই
নাম-গুণ-লীলা শুনি দিবানিশি।

(১৫)

ও মন ! প্রেম-বারি যার চক্ষে ঝরে না,
ও তার পূর্ণ হয় না সাধনা।
প্রেম-বস্তু হইলে অর্জ্জন,
কার্য্য তার পরশমণির মতন;
স্পর্শমাত্রে লৌহ যথা কষিত কাঞ্চন
সে যে প্রেমে হাসে প্রেমে কাঁদে,
প্রেমে অচেতন ;
আবার প্রেম-সাগরে ডুবে থাকে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা জানে না।
তাঁরে রেখোনা অন্তরে,
রাখ অন্তরে পূরে ;
প্রেমের গাছে সে ফল পাবে,
ব্যক্ত আছে সংসারে।
তুমি সে ফল খাবে, আশ মিটাবে
ঘুচ্‌বে ভবে আনা গোনা।
ভেবে ভেবে বলে পঞ্চানন,
প্রেমময়ের করো গো সাধন
যাবে অন্তিম কালে হরিবলে,
শমন-ভয় আর থাক্‌বেনা।

(১৬)

রাধাকান্ত ! এস, দীনের হৃদয়ে,
আমি আশাপথ রয়েছি চাহিয়ে
মন ! গুরু-দত্ত ধন করিয়া স্মরণ
সংসার-বন্ধন কর বিমোচন।
অন্তিমে পাইবে রাতুল চরণ
"রাধাকৃষ্ণ" নাম জপিয়ে জপিয়ে ;
গর্ভ-বাসে যবে মায়ের উদরে
পূর্ব্ব-স্মৃতি আসে আবদ্ধ পিঞ্জরে ;
বলো—মুক্ত কর হরি এবার আমারে
ভজিব তোমারে যাবনা ভুলিয়ে।
কালেতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরে
মোহিনী মায়ায় বাঁধিল তোমারে,
দারা-পুত্র-কন্যা নানা রূপ ধরে
দিয়াছে কঠিন শৃঙ্খল পরায়ে।
কিবা সাধ্য তব শৃঙ্খল কাটিয়া
কারাবাস হতে যাবে গো চলিয়া।
সে আশা পূরণ হবে না কখন
ভক্তি-দেবীর কৃপা না হলে সময়ে !
তাই বলি মন ভক্তির সাধন
কর অনুক্ষণ পাবে শ্রীচরণ।

দিবানিশি চিন্তা করে পঞ্চানন
কতদিন রবো যাতনা সহিয়ে।

(১৭)

মন। কভু তাঁরে রয়োনা ভুলিয়ে;
কৃষ্ণের চরণ যে করে চিন্তন
শঙ্কিত হয়না সে মরণ-ভয়ে।
সে পদ ভাবিলে অতুল আনন্দ
ব্রহ্মা-শিব আদি যোগী ঋষিবৃন্দ,
নিবারিয়ে তাঁরা সব নিরানন্দ
আনন্দ সাগরে রয়েছে ডুবিয়ে।
শুদ্ধ মনে সদা হরিগুণ গানে
কর সদালাপ সাধুজন সনে,
প্রেম-অশ্রুধারা বহিলে নয়নে
যুগল মিলন দেখিবে হৃদয়ে।
কোথা হতে আমি এসেছি কোথায়;
কোথা চলে যাব নাহি জানা যায়।
সংসার মাঝারে কত অভিনয়
দেখিয়াছি হরি সময়ে সময়ে।
নয়নের জল হবেনা বিফল;
সবে তাঁকে বলে ভকত-বৎসল।
কতদিনে হবে ক্ষয় কর্ম্মফল;
পঞ্চানন আছে জীবনে মরিয়ে।

(১৮)

কৃষ্ণের চরণ বলো কেবা পায়
বিনা ব্রজেশ্বরী "রাধার" কৃপায়।
কৃষ্ণ-তনু আধা প্রেমময়ী রাধা
আরাধিলে সদা দরশন পায়।
যে জন ভজন করে শ্রীরাধার
সেই জন পায় রাধার মূলাধার,
যাঁহার বিহনে জগত আঁধার,
"রাধা" নাম তাঁর মোহন চূড়ায়।
দ্বাপরের লীলা অবসান করি
রাধাকৃষ্ণ মিলি এক তনু ধরি
গৌরাঙ্গ রূপেতে পাতকী তরাতে
নবদ্বীপ ধামে হয়েছে উদয়।
দীননাথ দিন গেলো অকারণ
হলোনা আমার যুগল-ভজন,
ভব কারাবাসে বদ্ধ মায়াপাশে ;
এ বৃদ্ধ বয়সে হেরি নিরুপায়।
পঞ্চানন করে বৃথা আকিঞ্চন,
অসময়ে আর পাবো কি রতন,
নিয়ত ডাকিছে শিয়রে শমন,
রাধাকৃষ্ণ বিনা না দেখি উপায়।

(১৯)

মন কেন আমার বশে আসে না,
আমি দিবানিশি ভাবি ঐ ভাবনা।
মনে করি ভাব্‌বোনা আর অনিত্য ভাবনা,
কালের এম্‌নি গতি হয় না মতি
সাধ্য বস্তুর সাধনা।
অসারে সার ভাবিয়ে,
সারাৎসারে ভাবলে না;
এখম ভাবছো বসে দশার শেষে
উপায় কিছু কর্‌লে না।
নিরুপায়ের উপায় হরি,
একবার তাঁরে ডাকো না;
শুনি—ডাক্‌লে পরে থাক্‌তে নারে
পূর্ণ করে বাসনা।
যা পেয়েছি—এ জীবনে,
কাঁদ্‌বো বই আর হাস্‌বো না;
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলে
তবু দেখা পাবো না?
দেখা দিলে কোন কালে,
মনের কথা বল্‌বো না;
সেই অন্তর্য্যামীর চরণ দুটী
পঞ্চানন আর ছাড়বে না!

(তীর্থ-দর্শনে লিখিত—১৩২৫ আশ্বিন)

গয়াধাম

(২০)

গদাধর হরি গয়া শিরোপরি
পাদপদ্ম দানে করিল মোচন।
তপস্যার ফলে অবনী-মণ্ডলে ;
"গয়া" মহাতীর্থ বিদিত-ভুবন।
ব্রহ্মার প্রার্থনা করিতে পুরণ
ফল্গুরূপে হরি অবতীর্ণ হন ;
মিলিত হইয়া সর্ব্বদেবগণ
গয়াসুরে বর করিল প্রদান।
গয়াশিরে পিণ্ড করিলে অর্পণ
ব্রহ্মালোকে যাবে পিতৃলোকগণ,
এই বর তিনি করিয়া গ্রহণ
পাংকী জীবের করেন পরিত্রাণ।
পরম বৈষ্ণব নাম গয়াসুর
প্রেমেতে বেঁধেছে প্রেমের ঠাকুর ;
ভাগ্যবানে তুচ্ছ করে স্বর্গপুর
হরি-পাদপদ্ম শিরে করিছে ধারণ।
গদাধর রূপে গোলোকের হরি
আছেন গয়াতীর্থ বিরাজিত করি ;
পিতৃলোক মুক্ত হবে আশা করি
পিণ্ডদান ক্রিয়া করে পঞ্চানন।

প্রয়াগ ধাম

(২১)

প্রয়াগে বিরাজে শ্রীবেণী মাধব
ত্রিবেণী সঙ্গম অতি মনোরম।
তীর্থ ফল হয় অশ্বমেধ সম :
দর্শনে স্পর্শনে বিমুক্ত মানব।
সেবন করিলে যমুনার জল ;
হৃদয়ে আনন্দ পাইবে কেবল।
প্রকৃতির দৃশ্য দেখিয়া সকল
তুচ্ছ জ্ঞান হয় বিষয় বৈভব।
বেণীঘাটে শির করিলে মুণ্ডন
হয় জন্মকৃত পাপের খণ্ডন ;
পবিত্র হইয়া মাধবে পূজিয়া
পূর্ণানন্দ সুখ করে অনুভব।
রামঘাটে স্নান করিয়া তর্পণ
বেণীমাধবের করিবে দর্শন
সফল হইবে মানব জীবন
অন্তকালে পার হবে ভবার্ণব।
কিরূপে পদের মহিমা বর্ণিব,
যে পদে হয়েছে গঙ্গার উদ্ভব,
সে পদ কেমনে পাবে পঞ্চানন
যদি দয়া করে বিধি-বিষ্ণু-ভব।

কাশীধাম

(২২)

বিশ্বের ঈশ্বর ওহে বিশ্বেশ্বর !
নশ্বর জগতে কিবা প্রয়োজন ;
তোমার যে জন লয়েছে শরণ,
ঘুচায়ে বন্ধন দাও মোক্ষ-ধন।
ভক্তিমান যাঁরা কাশীতে মরিলে
মোক্ষলাভ হয় শাস্ত্রে ইহা বলে।
ভক্তিহীন জনে তরিবে কেমনে
তব কৃপা বিনা না হয় সাধন।
তব ত্রিশূল উপরে মহাতীর্থ কাশী,
উত্তর বাহিনী গঙ্গা দিবানিশি।
অন্নপূর্ণা দান করে অন্ন রাশি ;
উপবাসী কেহ থাকেনা কখন।
হইলে জীবের অন্তিম সময়
বিশ্বেশ্বর কর্ণে "ব্রহ্ম" নাম দেয়।
নামের প্রভাবে কর্ম্মক্ষয় হয়,
আনন্দে পাইবে আনন্দ কানন।
দীনের প্রার্থনা শুন বিশ্বনাথ
অন্তিম সময়ে করো দৃষ্টিপাত,
ভবে যেন আর হয়না যাতায়াত,
পঞ্চাননে স্থান দিও পঞ্চানন।

(২৩)

ওমা অন্নপূর্ণা না জানি মহিমা,
বেদেতে বর্ণিত আছে গো বরদে !
মোক্ষ কলিকালে তোমাকে পূজিলে
জন্মজন্মে জীব থাকে সদানন্দে।
অন্নপূর্ণা মাগো অন্ন করি করে
করিছ প্রদান বিশ্বেশ্বর-করে।
বিশ্বজীব ক্ষুধা ঘুচাইতে রাধা
অন্নপূর্ণা রূপে কাশীতে অন্নদে।
ভবক্ষুধা নাশ কর বিশ্বেশ্বরি ;
যুগল চরণে এই ভিক্ষা করি।
বারে বারে আর আসিতে না পারি
মোক্ষভিক্ষা দেমা মিনতি মোক্ষদে।
ত্রিলোকের অন্ন করিয়া গ্রহণ
অন্নপূর্ণা নাম করিছ ধারণ ;
অন্নাভাবে এবে যায় যে জীবন ;
কৃপাময়ী স্থান দাওমা শ্রীপদে।
লক্ষ লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ
সংসার অনলে দহে পঞ্চানন,
শান্তিবারি বিনে জুড়াব কেমনে
আর যে পারিনে সহিতে শারদে।

বৈদ্যনাথ ধাম

(২৪)

বাবা বৈদ্যনাথ করি নিবেদন ;
দূর কর মম মনের বেদন ।
বৈদ্যনাথ ধাম শুনি ভক্তি তীর্থ ;
দরশন পেয়ে হইব কৃতার্থ,—
এই আশা মনে করিয়া এখানে
এসেছি হে নাথ তোমারি সদনে ।
করুণা করিয়ে কর আশীর্ব্বাদ
যুগে যুগে লভি চরণ প্রসাদ ;
হৃদয়ের যত কালিমা বিষাদ
ঘুচাও আমার হে ভবতারণ !
ভক্তি বিনা লাভ হয়না তীর্থ-ফল ;
পঞ্চানন যাঁচে চরণ যুগল,
ভক্তের কারণে ভকতবৎসল
কৈলাস ত্যজিয়ে মর্ত্ত্যে আগমন ।